গঠনতন্ত্র

"ডুবন্ত সূর্য আবার উঠবেই"

ধারা ১: নাম, প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি

ক) নাম: ড়ুক্কেঙ'র ভালেদীর গাবুচ্যে (ড়ুভাগা)।

খ) প্রতিষ্ঠাকাল: ১৩ ই মে ২০১৭ ইং, ৩০শে বৈশাখ,১৪২৪ বাংলা রোজঃ শনিবার

গ) পরিচিতি:

ড়ুক্কেঙ, ভালেদী ও গাবুচ্যে এই তিনটি চাকমা শব্দের সমন্বয় হল "ড়ুভাগা"। যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চল বা এলাকার উন্নয়নে কাজ করা যুব সমাজ। ২০১৭ সালে কয়েকজন স্বপ্নবাজ তরুণের হাত ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে নানান উন্নয়ন ও সমাজসেবা মূলক কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে এর পথচলা শুরু। ড়ুভাগা একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সামাজিক ও সেচ্ছাসেবী সংগঠন। ড়ুভাগার লক্ষ্য সমূহের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার মানোন্নয়ন ভাষা ও সাহিত্য, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন,সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষা অন্যতম। সর্বোপরী ড়ুভাগা পিছিয়ে পড়া সমাজকে প্রগতিশীল ও উন্নত সমাজে পরিনত করতে কাজ করে যাবে।

ধারা ২: ঠিকানা ও কার্য এলাকা

ক) ঠিকানা: ড়ুভাগা'র প্রধান অফিস থাকবে রাঙ্গামাটি জেলা শহরে।

খ) কার্য এলাকা:

ড়ুভাগা প্রাথমিক ভাবে তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে কার্য পরিচালনা করবে।

ধারা ৩: লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

ক) লক্ষ্য: যুব সমাজের মানোন্নয়নের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নতি সাধন করা।

খ) উদ্দেশ্য:

যুব সমাজের মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করেন আত্মনির্ভরশীল যুব সমাজ সৃষ্টি করা এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

গ) কার্যক্রম:

ক) মাদকমুক্ত ও প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

খ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা করা।

গ) ভাষা রক্ষা ও সংরক্ষণ করা।

ঘ) প্রয়োজনীয় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সু-চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

ঙ) আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি সৃষ্টি করা।

চ) পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।

ছ) কৃষি চাষাবাদ পদ্ধতি আধুনিকায়ন করা।

জ) মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের জন্য কর্মসূচি গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা।

ঝ) অনগ্রসর সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় জনগোষ্ঠিকে আত্বনির্ভরশীল করে তোলা।

ঞ) সৃজনশীল যুব সমাজ গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মশালার (বিতর্ক, কুইজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান) আয়োজন করা।

ট) মানুষের সংস্কৃতিক ও মুক্তচিন্তা বিকাশের জন্য পাঠাগার গড়ে তোলা।

ঠ) সামাজিক কর্মশালার আয়োজন করা।

ড) পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

ঢ) মানবসম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদান রাখা।

ধারা ৪: সাংগঠনিক কাঠামো

ক. উপদেষ্টা পর্ষদ:

কোন বিশেষ বিষয়ে যোগ্য, সুদক্ষ, পারদর্শী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ নিয়ে সংগঠনের উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হবে। সদস্যগণ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করবেন। সর্বোচ্চ সাতজন সদস্য নিয়ে উপদেষ্টা পর্ষদ গঠিত হবে এবং মেয়াদকাল হবে তিন বছর। উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করবে পরিচালনা পর্ষদ। প্রয়োজনীয়তার সাপেক্ষে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই নতুন উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করতে পারবে পরিচালনা পর্ষদ।

খ. পরিচালনা পর্ষদ:

সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং তাদের দ্বারা মনোনীত একজন কেন্দ্রীয় সদস্য নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে, যাদের মধ্যে ১ জন নির্বাহী পরিচালক ও ৪ জন সদস্য। কেন্দ্রীয় সদস্যর মেয়াদকাল হবে তিন বছর। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। যার স্বাক্ষরের মাধ্যমে পরিচালনা

পর্ষদের সকল সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তবে নির্বাহী পরিচালক একক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।

গ. কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

পরিচালনা পর্ষদ এবং সংগঠনের সকল শাখা প্রধানদের নিয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

ঘ. শাখাঃ

শাখা পরিচালনা করার জন্য শাখা প্রধান প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে শাখা পরিচালনা কমিটি গঠন করবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ ঘোষণার ১০ দিনের মধ্যে চালুকৃত শাখাগুলো তাদের স্ব স্ব কমিটি গঠন করে পরিচালনা পর্ষদ এর নিকট তালিকা জমা দিবে। পরিচালনা পর্ষদ ঐ তালিকা কার্যনির্বাহী পরিষদ এর নিকট প্রকাশ করবে।

ধারা ৬ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের কাঠামো

ক) পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্য।

খ) শাখা প্রধানঃ

১. ভাষা ও সংস্কৃতি।

২. তথ্য ও প্রযুক্তি।

৩. কৃষি।

৪. শিক্ষা।

৫. স্বাস্থ্য।

৬. অর্থ।

৭. বাণিজ্য।

৮. পরিবেশ।

৯. আইন।

১০. মানবসম্পদ উন্নয়ন।

ধারা ৭: ক্ষমতা

ক) পরিচালনা পর্ষদ:

১. কার্যনির্বাহী পরিষদ এর সাথে আলোচনা এবং উপদেষ্টা পর্ষদ এর পরামর্শক্রমে সংগঠনের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে পরিচালনা পর্ষদ।

২. সকল শাখার কর্মকাণ্ড তদারকি করবে।

৩. উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করবে।

৪.বিশেষ ক্ষেত্রে উপদেষ্টা পর্ষদ বাতিল এবং পুনর্গঠন করতে পারবে।

৫. পরিচালনা পর্ষদ যদি মনে করে কোন শাখা প্রধান তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ সেক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং শূণ্যস্থান পূরণ করার ক্ষমতা রাখবে।

৬. কার্যনির্বাহী পরিষদের যেকোনো সভা নির্ধারণের অন্তত ৪ দিন পূর্বে সকল সদস্যকে অবশ্যই অবগত করবে পরিচালনা পর্ষদ।

৭. শাখা প্রধান তার কমিটির সদস্যদের তালিকা পরিচালনা পর্ষদের নিকট জমা দিবেন। পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনীয়তার সাপেক্ষে তা পরিবর্তন ও সংশোধন করে তা অনুমোদন করবে।

খ) বিভিন্ন শাখার ক্ষমতা:

১. প্রতিটি শাখা প্রধান তার নিজস্ব প্রকল্প কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমতিক্রমে চালু করতে পারবে।

২. শাখা প্রধান, শাখা উপ-প্রধান নিয়োগ দানের ক্ষমতা রাখে।

৩. স্ব স্ব শাখার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা শাখা প্রধান রাখে।

৪. যেকোনো সময় শাখা প্রধান পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে কমিটি পুনর্গঠণ করতে পারবে।

৫. কার্যনির্বাহী পরিষদের আলোচনা সভায় শাখা প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপশাখা প্রধান উপস্থিত থাকতে পারবে।

ধারা ৮: সদস্য ধরণ ও সদস্য হওয়ার যোগ্যতা

ক) সদস্য ধরণ:

১. উপদেষ্টা সদস্য

২. স্বেচ্ছাসেবী সদস্য

৩. দাতা সদস্য

ক. এককালীন

খ. মাসিক

গ. বাৎসরিক

খ) যোগ্যতা:

১. উপদেষ্টা সদস্য: ধারা ৪.১ অনুসারে

২. স্বেচ্ছাসেবী সদস্য:

ক. সংস্থার আদর্শ ও নীতিমালার প্রতি অনুগত হতে হবে।

খ. নির্ধারিত মাসিক ফি ও সদস্য ফি পরিশোধ করতে হবে।

গ. অর্পিত দায়িত্ব সক্রিয়ভাবে পালন করতে হবে।

ঘ. অবশ্যই আদিবাসী সম্প্রদায়ের হতে হবে।

ঙ. অবশ্যই দশ বছরের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা বা তার সমবয়সী হতে হবে।

৩. দাতা সদস্য:

ক. এককালীন:

যারা এ সংস্থার উন্নয়নের জন্য এককালীন যেকোন পরিমাণ অর্থ সংগঠনের তহবিলে প্রদান করবেন।

খ. মাসিক:

যেসকল ব্যক্তিবর্গ সংস্থার উন্নয়নের জন্য মাসিক ২০০০ টাকা (বিদেশী/প্রবাসীদের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা) হারে প্যাকেজ-১, মাসিক ১০০০ টাকা হারে প্যাকেজ-২ এবং মাসিক ৫০০ টাকা হারে প্যাকেজ-৩ দাতা বলে গণ্য হবেন।

গ. বাৎসরিক:

যেসকল ব্যক্তিবর্গ সংস্থার উন্নয়ন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাৎসরিক ৫০০০ হাজার বা তার অধিক পরিমাণ টাকা (বিদেশী/প্রবাসীদের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা) সংগঠণের তহবিলে প্রদান করবেন তারা বাৎসরিক দাতা হিসেবে গণ্য হবেন।

ধারা ৯: নিয়োগ প্রক্রিয়া

ক) শাখা প্রধান ও শাখা উপ-প্রধান:

পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিকে শাখা প্রধান নিয়োগ প্রদান করা হবে। শাখা প্রধান কর্তৃক শাখা কমিটি থেকে শাখা উপ-প্রধান নিয়োগ করা হবে।

খ) স্বেচ্ছাসেবী ও দাতা সদস্য: স্বেচ্ছাসেবী ও দাতা সদস্য নিয়োগ করবে এইচ.আর. ডি.ডব্লিউ। পূর্ণাঙ্গ দাতা সদস্যদের তালিকা অর্থ বিভাগে প্রেরণ করবে।

গ) উপদেষ্টা সদস্য: উপদেষ্টা সদস্য নিয়োগ বা পরিষদ গঠণ করবে পরিচালনা পর্ষদ।

ধারা ১০: শাখা ও কার্যনির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. কোনো প্রকার মাদকে আসক্ত হওয়া যাবে না।

খ. সংগঠনের প্রতিটি কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।

গ. প্রতি মাসে ২০ টাকা ফি প্রদান করতে হবে।

ঘ. সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

ঙ. ডুভাগার সকল সদস্যকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং কোনো প্রকার অশালীন আচরণ করা যাবে না।

চ. দেশ বিরোধী এবং সংগঠনের আদর্শের পরিপন্থী বা সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না। এধরনের কাজ পরিলক্ষিত ও প্রমাণিত হলে তার সদস্যপদ আজীবনের জন্য বাতিল করা হবে।

ছ. সকল সদস্য অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষরের মাধ্যমে সংগঠনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন।

জ. কার্য নির্বাহী পরিষদের কোন সভায় দুইটি শাখার অধিক প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকলে সভা স্থগিত করা হবে।

ঝ. কার্যনির্বাহী পরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে।

ধারা ১১: সদস্য পদ বাতিল ও স্থগিত করন

যে কোন সদস্যের পদ নিম্নলিখিত কারণে বাতিল হবে:

ক. কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং তা কার্যকরী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলে।

খ. মৃত্যু বা মানসিকভাবে অসুস্থ হলে বা আদালতে অনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হলে।

গ. প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ, আদর্শের পরিপন্থী এবং আর্থিক ক্ষতির কার্যকলাপে লিপ্ত হলে।

ঘ. গ্রহণযোগ্য কারণছাড়া পর পর ৩ টি কার্যনিবাহী পরিষদের সভায় যথাসময়ে উপস্থিত না থাকলে।

ঙ. সংস্থার পক্ষ হয়ে সংস্থার বিষয়ে কোন সদস্য পত্র-পত্রিকায়, সভা-সমিতি, সেমিনারে বিবৃতি প্রদানের পূর্বে কার্যকরী পরিষদের অনুমতি গ্রহণ না করলে।

চ. সংস্থার নামে কোন সদস্য গঠনতন্ত্র বহির্ভূত ও অবৈধভাবে চাঁদাবাজি ও জনগণের কাছ থেকে ডোনেশন/অনুদান গ্রহণ করলে।

ছ. সংস্থার মূল্যবান রেকর্ডপত্র স্বেচ্ছাচারী ভাবে কুক্ষিগত করে সংস্থার কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে।

জ. সংস্থার কোন গোপন তথ্য পাচার করলে।

ধারা ১২: আয়-ব্যয়

সংগঠনের সকল আয় উপার্জন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কেবল মাত্র এর উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নে ব্যয় হবে।

ধারা ১৩: সংগঠনের সাধারণ নিয়ম-কানুনঃ

ক.যেকোনো আর্থিক লেনদেনে অবশ্যই অর্থ বিভাগের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে।

ধারা ১৪: গঠনতন্ত্রের সংশোধন

পরিচালনা পর্ষদ এর অনুমোদন ক্রমে গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে পারবে কার্যনির্বাহী পরিষদ।

ধারা ১৫: সংস্থার বিলুপ্তি

কোন কারনে সংস্থার বিলুপ্তি হলে সংস্থার অবশিষ্ট সম্পদ বিভিন্ন দাতব্য সংস্থায় দান করা হবে।